পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

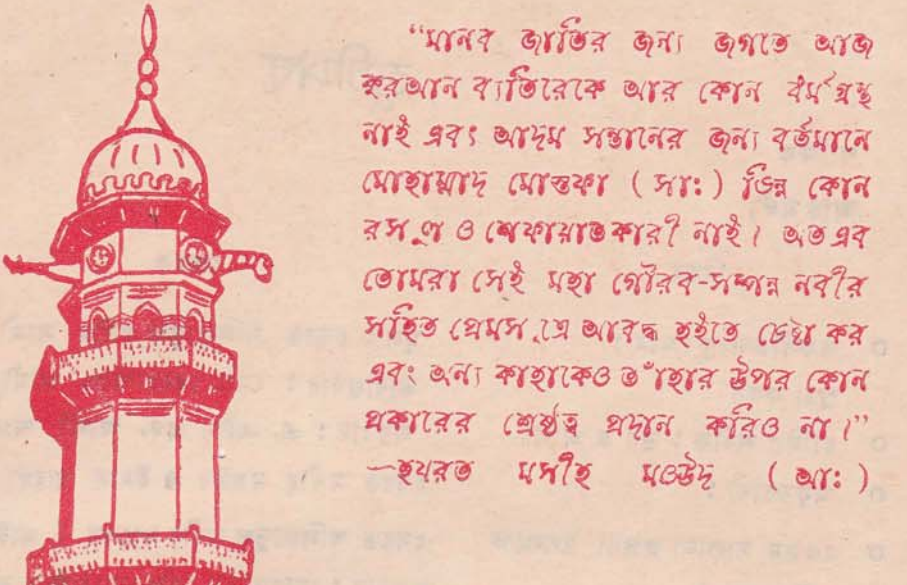

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ২১ তম সংখ্যা

১লা চৈত্র ১৩৮৩ বাংলা : ১৫ই মার্চ ১৯৭৭ ইং : ২৪শে রবিউল আওয়াল ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৩০শ বর্ষ

২১ তম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o তফসীরুল-কুরআন : সূরা ফজর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
o হাদিস শরীফ : ভয় ও আশা	অনুবাদ : এ, এইচ. এম, আলী আনওয়ার	৬
o অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	৮
o ৫৪তম সালানা জলসা উপলক্ষে পবিত্র পয়গাম	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব	৯
o উদ্বোধনী ভাষণ	মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১৩
o বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৫৪তম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত		
o যুক্তি ও ওহী	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	১৭
	অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৯
o সংবাদ	আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	২১

তারুয়া ও ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

সালানা জলসা

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এবং ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা যথাক্রমে ৩১ শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল ১৯৭৭ইং এবং ২ রা ও ৩রা এপ্রিল ১৯৭৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। বন্ধুগণ উভয় সালানা জলসায় দলে দলে যোগদান করিবেন এবং সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য দোওয়া করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ২১ তম সংখ্যা

১লা চৈত্র ১৩৮৩ বাং : ১৫ই মার্চ ১৯৭৭ ইং : ৩১শে ১৫ই আমান ১৩৫৬ হিজরী শামসী

তফসীরুল কুরআন—

সুরা ফজর

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে 'সূরা ফজরের' তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه - فيقول ربى اكرمن ۝ واما
اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه - فيقول ربى اهانن ۝

অর্থাৎ "সুতরাং মানুষের (অবস্থা দেখ), যখন তাহার রব তাহাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাহাকে সম্মানে ভূষিত করেন এবং নে'মত দেন, তখন সে বলে (দেখ আমি এমন মর্যাদাবান যে) আমার রবও আমাকে সম্মান করেন। পূনঃ যখন তাহাকে পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং তাহার রিয্‌ককে কম করিয়া দেওয়া হয়, তখন সে বলে আমার রব (অকারণে) আমাকে বেইজ্জত করিয়াছেন।"

উপরুক্ত আয়াতে আল্ল'হতায়ালা ইহাই বলিয়াছেন যে, যখন তিনি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে নে'মতে ভূষিত করেন, তখন সে বলিয়া বেড়ায় যে তাহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে সম্মান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌-তা'লা যখন তাহাকে পরীক্ষা করার জন্য আর্থিক সংকটে ফেলেন, তখন সে আল্লাহ্‌তায়ালার দুর্নাম করিয়া বেড়ায় যে তিনি অযথা তাহাকে বেইজ্জতীতে ফেলিয়াছেন। এতদ্বারা সে ভাল এবং মন্দ উভয়ই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি আরোপ করে এবং সে বলে যে তাহার প্রতি ভাল ব্যবহারও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এবং মন্দ ব্যবহারও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা "কখনই নহে" বলিয়া ইহার খণ্ডন করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন যে তুমি এ কথাও বলিও না যে, তিনি তোমার মর্যাদা করিয়াছেন অথবা একথাও বলিও না যে তিনি তোমার অমর্যাদা করিয়াছেন।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "যখন লোকদের নিকট কোন মঙ্গল পৌঁছে, তখন তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আসিয়াছে এবং যখন কোন অকল্যাণ ঘটে, তখন তাহারা বলে, '(হে মোহাম্মদ!) ইহা তোমার কারণ আসিয়াছে'। বল 'সকলই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আসিয়াছে'। এই কওমের কি হইয়াছে যে, তাহারা কথা বুঝে না।" (সুরা নেসা-১১ রুকু)।

অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা আবার বলিয়াছেন, "যাহা কিছু কল্যাণ তোমার নিকট পৌঁছে, উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আসে এবং যাহা কিছু অকল্যাণ তোমার নিকট পৌঁছে, উহা তোমার পক্ষ হইতে।" (ঐ)।

পুনঃরায় আল্লাহ্তায়ালা অন্য আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "যে ভাল আমল করে, উহা তাহার নিজের জন্য এবং যে মন্দ আমল করে, উহার দায়িত্ব তাহার নিজের উপর। এবং তোমার রব তাহার বান্দাগণের উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না।"

(সুরা হা মিম সেজদা—৬ রুকু)।

সুতরাং উপরের আলোচনা মূলে আমরা চারি স্থানে চারি রকম কথা পাইলাম। প্রথম — ভাল এবং মন্দ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নহে। দ্বিতীয় — ভাল এবং মন্দ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। তৃতীয় — ভাল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এবং মন্দ মানুষের পক্ষ হইতে। চতুর্থ — ভাল এবং মন্দ সবই মানুষের পক্ষ হইতে।

চিন্তা করিলে দেখা যায় যে এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা নিম্নলিখিত চারি রকমের যে কোন এক প্রকার হইতে পারে। পঞ্চম কোন অবস্থা হইতে পারে না।

১। ভাল এবং মন্দ উভয়ই খোদার পক্ষ হইতে হয়।
২। ভাল এবং মন্দ উভয়ই মানুষের পক্ষ হইতে হয়।
৩। ভাল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এবং মন্দ মানুষের পক্ষ হইতে হয়।
৪। মন্দ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এবং ভাল মানুষের পক্ষ হইতে হয়।

কিন্তু দেখা যায় পবিত্র কুরআনে উপরিলিখিত আয়াত সমূহ মূলে উপরের চারিটি কথাই খণ্ডণ করা হইয়াছে। এখন ইহার সমাধান কি? প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও দৃষ্টিভঙ্গি হইতে কথাগুলি বলায়, আয়াত সমূহ বাহ্যতঃ জটিল ও পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আসলে আয়াতগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে

পরিস্থিতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইলে কথা বদলাইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন কোন ব্যক্তি যখন বলে "যুগ খলিফা বা আমীর বা প্রেসিডেন্ট যে আদেশ দিবেন তাহা আমি মানিব" তখন, সে ঠিক কথা বলে। কিন্তু যদি সে খাইতে বসিয়া বলে যে 'যুগ খলিফা বা আমীর বা প্রেসিডেন্ট আসিয়া না বলিলে আমি খাইব না', তাহা হইলে স্পষ্টতই সে ঠিক কথা বলে না। খলিফার আদেশের ক্ষেত্রে, তাঁহার আদেশের প্রশ্ন উঠে। অন্যথায় নহে। যেমন—কাহারও নিকট সেলসেলার পক্ষ হইতে লাজেমী চাঁদা চাহিলে, যদি সে বলে যে খলিফার নিকট হইতে তাহার নিকট লিখিত আদেশনামা না আসিলে বা তিনি নিজে আসিয়া ব্যক্তিগতভাবে না বলিলে সে চাঁদা দিবে না, তাহা হইলে সে বেঠিক কথা বলে। কারণ লাজেমী চাঁদা দেওয়ার আদেশ সাধারণভাবে বাধ্যকর করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মরকযের অনুমোদিত কোন চাঁদা চাহিলে বা মরকযের পক্ষ হইতে রশীদ ছাড়া কোন চাঁদা চাহিলে, যদি কেহ চাঁদা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সে ঠিক কাজ করে। আরও একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবেন। পিতাকে সম্মান করা প্রশংসনীয় কাজ এবং তাঁহাকে জুতা মারা অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। যদি এমন ঘটনা ঘটে যে গায়ে জড়ানো কাপড়ের উপর দিয়া পৃষ্ঠদেশ বাহিয়া একটি সাপ নিঃশব্দে পিতার মাথায় গিয়া পৌঁছে এবং হাতের নিকট পায়ের জুতা ছাড়া সাপ মারার কোন কিছু নাই, তেমন ক্ষেত্রে যদি পুত্র জুতা দ্বারা পিতার পৃষ্ঠদেশে সজোরে আঘাত হানিয়া সাপটিকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা তাহার জন্য প্রশংসনীয় কাজ হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে পিতার প্রতি আদব দেখাইয়া বসিয়া থাকিলে বা ছড়ি তালাশ করিয়া আনিতে গেলে অথবা নিজ খালি হাত দিয়া সাপটিকে মারিতে বা সরাইতে গেলে নির্বুদ্ধিতা, ক্ষতিকর ও নিন্দনীয় কাজ হইবে। সুতরাং ক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে মানুষের কথা ও কাজের স্বরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে।

এখন আসুন আমরা মূল আলোচনায় ফিরিয়া যাই এবং আলোচ্য আয়াতসমূহের তত্ত্ব দর্শন করি।

কুরআন করীম ইহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিয়াছে যে "অকল্যাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এবং কল্যাণ বান্দার পক্ষ হইতে আসে।" কোনও দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে ইহা সাব্যস্ত হয় না এবং ইহার কোন ভাল ব্যাখ্যাও করা যায় না।

কুরআন করীম "কল্যাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এবং অকল্যাণ বান্দার পক্ষ হইতে

হয়" কথার সমর্থন করে। সুরা নেসা ১১ রুকুতে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, যাহা কিছু অকল্যাণ তোমার নিকট পেঁছে, উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘটে।" পবিত্র কুরআন এ কথাকে কোথাও খণ্ডন করে নাই, বরং সমর্থন করিয়াছে। এমন কি সুরা নেসার ১১ আয়াতে যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, "যখন লোকদের নিকট কোন মঙ্গল পেঁছে তখন তাহারা বলে. 'ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে এবং যখন কোন অকল্যাণ ঘটে তখন তাহারা বলে, '(হে মোহাম্মদ !) ইহা তোমার পক্ষ হইতে আসিয়াছে।' বল, সকলই আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে।' এই কওমের কি হইয়াছে যে তাহারা কথা বুঝে না।" সেখানেও উপরোক্ত কথার খণ্ডন করে না। মুসলমানগণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হইত। কোন কাজে সুফল হইলে, সকলে বলিত ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হইয়াছে কিন্তু কোন অমঙ্গল ঘটিলে মুনাফেকগণ বলিত যে ইহা (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ভ্রান্ত নেতৃত্বের জন্য ঘটিয়াছে। মোমেনগণ যখন সুফলকে আল্লাহর পক্ষ হইতে বলিত, তখন ইহা তাহারা সত্যিকার ভাবে ও সত্য বিশ্বাসে বলিত। মুনাফেকগণ এ ব্যাপারে মৌখিক সায় দিত, কিন্তু তাহাদের মনের কথা হইত, ইহা ঘটনাক্রমে ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে অমঙ্গলের বেলায় তাহারা জোরে শোরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ইহার জন্য দোষারোপ করিত। অমঙ্গলের জন্য যদি তাহারা নিজেদিগকে দায়ী মনে করিত, তাহা হইলে কথা ঠিক হইত কিন্তু তাহারা ইহা না করিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে দায়ী করিত। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে ইহা সত্য নহে। কর্ম ফলের দিক দিয়া তাহারা অমঙ্গলকে আল্লাহতায়ালার প্রতি আরোপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অমঙ্গলের ক্ষেত্রেও কুফলের প্রকাশকর্তা তাঁহাকেই বলিতে হইবে। কারণ প্রত্যেক রকম কাজের ফল তিনি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। মুনাফেকদের হৃদয় সরল হইলে তাহারা যেমন অকল্যাণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি আরোপ করিত, কল্যাণকেও তাঁহার প্রতি আরোপ করিত। কিন্তু ইহা না করিয়া এবং কর্ম ফলের জন্য নিজদিগকে দায়ী মনে না করিয়া, তাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে কেবল অমঙ্গলের জন্য দায়ী করিয়া তাহারা নিজেদের রুগ্ন হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র মানবজাতির জন্য পথ প্রদর্শক করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পথ প্রদর্শনে ভ্রান্তি তাঁহার দ্বারা কখনও সম্ভব নহে এবং কল্পনা করা

যায় না এবং তিনি তাহা করেনও নাই। তাঁহার অনুগামীগণ যে যে ক্ষেত্রে তাঁহার আদেশ পালনে ও অনুগমনে ত্রুটি করিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিপদ ও অমঙ্গল আসিয়াছে। তবুও তাঁহার নেতৃত্বের কল্যাণে অমঙ্গল কাটিয়া মঙ্গলের ও পরবর্তীকালে মুসলমানগণের জন্য জ্বলন্ত সবক স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা আমাদের জন্য মহা সবকবহ হইয়া আছে। ওহোদের যুদ্ধ প্রথম দিকে মুসলমানদিগের জয় হয়; তখন একদল পাহাড়রক্ষাকারী হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রদত্ত কঠিন আদেশ ভঙ্গ করার কারণে বিজয় পরবর্তীতে পরাজয়ে পরিণত হয়। এইরূপ বিপজ্জনক সময়ে যখন কাফেরগণ "হোবল-লাত-মানাতের" জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দৃপ্ত আদেশে মুসলমানগণ 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনী তুলে। ইহাতে কাফেরগণ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ) বিজয় ও মঙ্গলের কারণ ছিলেন এবং তাঁহার আদেশ ভঙ্গকারী দুর্বল চিত্ত ব্যক্তিগণ অমঙ্গল তথা পরাজয় ও ক্ষতির কারণ ছিল। সুতরাং যুদ্ধের প্রথমাংশে বিজয় ও পরাজয়ের পর নিরাপত্তা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের পক্ষ হইতে আসে। কিন্তু মুনাফেকগণ রুহানী বা পার্থিব কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিষয়টি দেখে নাই। তাহারা কেবল দুষ্টামি করিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বদনাম করিবার জন্য বলিয়াছিল যে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁহার ভ্রান্ত নেতৃত্বের জন্য বিপর্যয় ঘটে। আল্লাহ্‌তায়ালা সেই জন্য আলোচ্য আয়াতে তাহাদের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাদের এইরূপ উক্তি অসত্য। (ক্রমশঃ)

আগামী তা'লীমি পরীক্ষা

বিষয়ঃ "পয়গামে সুলহ্‌ বা শান্তির বার্তা"

তারিখঃ ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৭, রোজ রবিবার

মোহতারম আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, জামাতের সকল আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতের আগামী তা'লীমি পরীক্ষা ২৪শে এপ্রিল রোজ রবিবার বেলা সকাল ১০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত পরীক্ষার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিতাব "পয়গামে সুলহ্‌ বা শান্তির বার্তা" ধার্য করা হইতেছে।

—(সেক্রেটারী তা'লীম, বাঃ আঃ আঃ)

হাদিস শরীফ

ভয় ও আশা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাজিঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আপন 'রাবের' তরফ হইতে আমাদিগকে একথা জানাইয়াছেন যে আল্লাহতায়ালা বলেন : "আমার বান্দা গুনাহ্ করে, তারপর দোওয়া করে : আল্লাহ, আমার গুনাহ্ ক্ষমা কর।" ইহাতে আল্লাহতায়ালা বলেন : আমার বান্দা না বুঝিয়া গুনাহ্ তো করিয়াছে কিন্তু সে জানে যে, তাহার এক রাব্ব আছেন, যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং যদি চাহেন তবে ধরেনও। অতঃপর, আমার বান্দা তাওবা ভঙ্গ করে এবং গুনাহে লিপ্ত হয়। তারপর, আবা'র অনুতপ্ত হইয়া বলে : হে আমার প্রভো! আমার গুনাহ্ ক্ষমা কর। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, আমার বান্দা গোনাহ করিয়াছে। কিন্তু সে জানে যে, তাহার এক "রাব্ব" অছেন। তিনি গোনাহ্ ক্ষমা করেন, গেরেপ্তারও করিয়া থাকেন। তারপর বান্দাহ্ তাওবা ভঙ্গ করে এবং গোনাহ্ করে। কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া দোয়া করে : হে আমার রাব, আমাকে ক্ষমা করুন'। আমার বান্দা দুর্বল, সে নিজেকে সংযত রাখিতে পারে না। ভুল করিয়া বসে। কিন্তু যদি সে অনুতপ্ত হইয়া 'তাবওা' করে, তবে আমি তাহার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিব।"

(৪) হযরত ইবনে উমর (রাজি আল্লা'হু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লা'হু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন : "কিয়ামতের দিন মু'মনকে তাহার রাবের অতি নিকটে লইয়া যাওয়া হইবে। এমন কি সে তাঁহার রহমতের ছায়ায় আসিয়া পৌঁছিবে। অতঃপর, আল্লাহ্তায়ালা তাহার দ্বারে তাহার গোনাহ্ স্বীকার করাইবেন এবং বলিবেন : তুমি কি এই গোনাহ্ জান, যাহা তুমি করিয়াছ? ইহাতে বান্দা বলিবে, হাঁ, আমার রাব, আমার প্রভো, আমি জানি। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইবেন : পৃথিবীতে আমি তোমার গোনাহ্ ঢাকা দিয়াছি, গোপন রাখিয়াছি। এখন পুনরুত্থানের সময়। তোমার গোনাহ মাফ করিতেছি। তাহা'কে নেকীর আমলনামা (পুণ্যকর্ম সম্বলিত লিপি) দেওয়া হইবে।"

(৫) হযরত আবু হুরায়রাহ রাজি আল্লাহ-তায়ালা আনহু রেওয়ায়েত (বর্ণনা) করিতে-ছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যে দিন আল্লাহ্তায়ালার ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকিবে না, সেই দিন আল্লাহ্তায়ালা সাত ব্যক্তিকে তাঁহার রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন। এক, ন্যায়-পরায়ন ইমাম (নেতা)। দুই, সেই যুবক যে এবাদত করিতে থাকিয়া যৌবন কাটাই-

য়াছে। তিন, যে ব্যক্তির হৃদয় মস্‌জিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। চার, দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাতায়ালার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবাসে। ইহাতেই তাহারা মিলিত হইয়াছিল এবং ইহার রক্ষার্থেই তাহারা একজন অন্য জন হইতে পৃথক হইয়াছিল। পাঁচ, সেই পবিত্রতা রক্ষাকারী ব্যক্তি যাহাকে সুন্দরী ও প্রভাবশালীনী স্ত্রীলোক কুকাজের জন্য আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু সে বলিল: আমি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করি। ছয়, সেই দানশীল ব্যক্তি যে এরূপ গোপনে গোপনে আল্লাহতায়'লার পথে 'সদকা' (খাঁটি মনে দান) করিয়াছ যে তার বাম হস্তও জানিতে না পারে নাই যে, ডান হাতে সে কি দিয়াছে। সাত, সেই খাঁটি ইমানদার ব্যক্তি যে নির্জনে চুপিচুপি আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্মরণ করে এবং তাঁহার প্রেম ও ভয়ে তাহার চোখ দিয়া অশ্রু পড়ে।

(২) হযরত ইব্‌নে শমা (রাজিঃ) অর্থাৎ আ'বদুর রহমান বর্ণনা করিতেছেন :- আমরা হযরত আম্‌র ইব্‌নিল-আস (রাজিঃ) এর ওফাতের সময় তাঁহার নিকট গেলাম। তখন তাঁহার অন্তিম অবস্থা শুরু হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার পুত্র তাঁহাকে বলিলেন: 'আব্বা' আপনাকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি সুসংবাদ সমূহ দেন নাই? তিনি আমাদের প্রতি তাকাইলেন এবং বলিলেন: আমাদের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় এই যে, আমরা এই সাক্ষ্য দিই যে, আ'ল্লাহ-তায়ালা ছাড়া কোন 'মাবুদ' নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্ল'হ্‌তায়ালার আব্‌দ ও রসুল। আমার তিনটি অবস্থা গিয়াছে। এক সময় ছিল, যখন আঁ-হযরতের (সাঃ) প্রতি আমি ভীষণ শত্রুতা পোষণ করতাম। এত শত্রুতা কাহারো হৃদয়ে হইতে পারে কি, জানি না। আমার আগ্রহ হইত সুযোগ পাইলে আমি তাঁহাকে(সাঃ)হত্যা করিব। যদি আমি ঐ অবস্থায় মরিতাম, তবে নিশ্চয় দোজখী হইতাম। তারপর আল্লাহতায়ালা আমার হৃদয়ে সত্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। আমি হুজুরের (সাঃ) খেদমতে হাজির হইলাম। নিবেদন করিলাম: আপনি আপনার ডান হাত বাড়ান, আমি বয়আত (দীক্ষা) নিতে চাই। তিনি (সাঃ) তাঁহার হাত বাড়াইলেন। আমি আ'মার হাত পিছনে টানিয়া নিলাম। হুজুর (সাঃ আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আম্‌র, এ কি"? আমি নিবেদন করিলাম, "একটা শর্ত করিতে চাই।" তিনি বলিলেন. "তা'হা কি? আমি বলিলাম, "আমার গো'নাহ্ যেন ক্ষমা হয়।" হুজুর (সাঃ আঃ) ফরমাইলেন "জান না যে, ইসলাম পূর্বেকার যাবতীয় অপরাধ বিলোপ করে. হিজরত যাবতীয় পূর্বকৃত ত্রুটি ধুইয়া ফলে এবং হজ্‌ যাবতীয় পূর্ববর্তী অনায় নির্মূল করে।" আমি দীক্ষিত হইলাম, বয়য়াত নিলাম। অতঃপর, আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা প্রিয় আমার কেহও ছিল না। এবং আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রভাব ও তাঁহার জালাল ছাড়া কিছুই ছিল না। তাঁহার 'জালাল' ও প্রভাব বশতঃ আমি চক্ষু ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি নাই। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আঁ-হজরতের অবয়ব (হুলিয়া) কি ছিল, তবে আমি সঠিক বলিতে পারিব না। কারণ নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে (সাঃ আঃ) কখনো দেখি নাই। ইসলামের পূর্বেও না, এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও না। যদি ঐ অবস্থায় আমি মরিতাম, তবে আমার আশা ছিল আমি 'জান্নাতী' হইতাম। (অসমাপ্ত)

('হাদিকাতুন সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ:)—এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

"এই ভবিষ্যদ্বাণী গুলিকে আপন আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করিয়া রাখ"

"খোদাতায়ালা আমাকে বরাংবার জানাইয়াছেন যে, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিবেন। তিনি আমার অনুসরীগণের সঙ্ঘকে সারা জগতে বিস্তৃত করিবেন এবং তাহাদিগকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করিবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করিবে যে, তাহারা স্ব স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে এবং আমার সঙ্ঘ ফলফুল সুশোভিত হইয়া দ্রুত বর্ধমান হইবে এবং অচিরে সারা জগত ছাইয়া ফেলিবে। বহু বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসিবে, কিন্তু খোদাতায়ালা সেগুলিকে পথ হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করিতে থাকিব। এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হইতে কল্যাণ খুঁজিবে।"

অতএব হে শ্রোতৃবর্গ। এই কথাগুলিকে স্মরণ রাখিও এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করিয়া রাখ। ইহা খোদার বাণী একদিন ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে। আমি আপন চিত্তে কোন ভাল দেখি না এবং যে কাজ আমার করা উচিত ছিল, তাহা আমি করি নাই। আমি নিজেকে একজন অযোগ্য ভৃত্য বলিয়া মনে করি। ইহা শুধু খোদার অনুগ্রহ, যাহা আমার মধ্যে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এতএব সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতা সেই মহাশক্তিশালী এবং পরম দয়ালু খোদার প্রতি, যিনি অধীনকে তাঁহার একান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও গ্রহণ করিয়াছেন।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া পৃঃ ২১, ২২)

ভবিষ্যত কাদিয়ান

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি কাশফ

"আমি কাসফে দেখিলাম যে, কাদীয়ান এক মহা নগরীতে পরিণত হইয়াছে এবং উহার বাজার দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। উঁচু উঁচ দোতালা চারতালা বা আরও উঁচু অট্টালিকা এবং উঁচ উঁচু পাকা বারান্দা ওয়ালা সুন্দর দোকান সমূহ দেখা যাইতেছে। তথায় বড় বড় পেটওয়ালা মোটা মোটা শেঠ বাজারের শোভা বর্ধন করিয়া আছে এবং তাহাদিগের সম্মুখে জওয়াহেরাত, সূর্যকান্তমনি, মতি, হীরা, টাকা ও আশরফী স্তুপ হইয়া উঠিতেছে এবং রকমারী দোকান সমূহ মনোহর আসবাবে ঝলমল করিতেছে। এক্কা, বগী, টমটম, ফিটন, পালকী, ঘোড়া, শেকরাম এবং পথচারী এত অধিক সংখ্যায় যাতায়ত করিতেছে যে, গায়ে গা ঘেসিয়া চলিতেছে এবং অতি কষ্টে পথ পাওয়া যাইতেছে।"

(তাযকেরা-৪১৯-২০ পৃঃ) অনুবাদ: **মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ**

نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى عبده المسيح الموعود

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ھو الناصر

বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৫৪ তম জলসা সালানা উপলক্ষে

হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

পবিত্র পয়গাম

সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ!

আস্সালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ও বারাকাতুহু!

আমি জানিতে পারিলাম যে আপনারা শীঘ্র আপনাদের সালানা জলসার অধিবেশন করিতে যাইতেছেন। এ সম্পর্কে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের সমাবেশের রূপ ও বৈশিষ্ট্য অন্যান্য গণসমাবেশ হইতে স্বতন্ত্র। সেই জন্য "আসিলাম, বসিলাম, গল্প করিলাম ও চলিয়া গেলাম"-এর মধ্যে দায়িত্ব শেষ হওয়া উচিৎ নহে। বরং দোওয়া ও প্রচেষ্টা ইহাই হওয়া উচিৎ যে, যে মহান উদ্দেশ্যাবলীর জন্য এই জলসার অনুষ্ঠান, উহা যেন পূর্ণ হয়। এই উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে বালক, যুবক এবং বয়স্কগণের তালীম ও

তরবীয়ত এবং আল্লাহ্তায়ালার মহিমা ঘোষণা হইল প্রধান। সুতরাং জামাতি সমাবেশে প্রচেষ্টা ইহাই হওয়া উচিৎ যে, যতদূর সম্ভব জামাতের ছোট বড় সকলে ইহাতে যোগদান করিবে এবং সর্বক্ষন হাজির থাকিয়া ইহা হইতে পূর্ণ কল্যাণ লাভ করিবে।

আমরা এক বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়া পার হইতেছি। চতুর্দশ শতাব্দী হিজরী এখন শেষ হইতে চলিয়াছে। ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী এই শতাব্দীতেই ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) এর আবির্ভাব হওয়ার কথা। কতক লোক মাহদী ও মসীহের আগমনে নিরাশ হইয়া বলিতে দেখা যাইতেছে যে, এতদসংক্রান্ত খবরগুলি সব জাল এবং কোন সংস্কারক আসার প্রয়োজন নাই। ইহারা নিরূপায়। কারন আগমনকারী তাহাদের ধারণা অনুযায়ী আসেন নাই। কিন্তু আপনারা সেই সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা বর্তমান যুগের ইমামকে চিনিবার ও মানিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। আপনারা খুব ভাল ভাবেই জানেন যে, এই সেই যুগ, যখন ইসলাম সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। ইমাম মাহদীর জন্য যে সকল যমীনি ও আসমানী লক্ষণাবলী প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, সে সকলই পূর্ণ হইয়াছে এবং আগমনকারী আসিয়া গিয়াছেন এবং

اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح
نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار

"শুন আকাশের ধ্বনী, আসিয়াছে মসীহ, আসিয়াছে!
শুন যমীনের ধ্বনী, কর্মবীর ইমাম আসিয়াছে!!"

—আওয়াজ আপনাদের কর্ণে আসিয়া পশিতেছে। আপনারা স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কিভাবে এই খোদায়ী আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনীত হইয়া সৎ ব্যক্তিগনের হৃদয়ে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বর্তমান যুগের গুরুত্ব এই কথা হইতেই উপলব্ধি করা যায় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সেই ইমাম যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন প্রয়োজন হইলে বরফের পাহাড়ের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া গিয়াও তাঁহার পতাকাতলে

সমবেত হইও এবং তাঁহাকে আমার সালাম পেঁছাইও। এই হেদায়েত এবং আদেশের মাধ্যমে হুজুর (সাঃ) একত এই সবক দিয়াছেন যে, এক নেতৃত্বাধীনে জমা হওয়া এবং জমা থাকার মধ্যে সাফল্য নির্দিষ্ট আছে। জামাতে আহমদীয়ার ব্যক্তিবর্গকে এই সবক শুধু সদা নিজেদের স্মরণে অঙ্কিত রাখিলে চলিবে না, বরং নিজেদের সন্তান সন্ততি ও বংশধরগণকে এই তাকিদ করিয়া যাইতে হইবে যে,

من شذ شذ في النار

"যে ব্যক্তি যুগ ইমামের সহিত মতভেদ করে, সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।"

দ্বিতীয় সবক উক্ত আদেশে এই দেওয়া হইয়াছে যে, বর্তমানে ইসলামের প্রাধান্যের জন্য বড় কুরবাণী পেশ করিবার প্রয়োজন হইবে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যদি বরফের পাহাড়ের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া পার হইতে হয়, তাহা হইলেও এইরূপ কুরবানী হইতে পশ্চাদপদ হইবে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, উদ্দেশ্য যত বড় হইবে, উহার জন্য প্রচেষ্টা ও কুরবানীও তত বড় আকারে করিতে হইবে। ঐশী তকদীর আকাশমণ্ডলায় এবং যমীনে পরিবর্তন সাধন করিতেছে এবং সত্যের অনুকূলে সাহায্যের বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। সেই দিন দূর নহে, যখন প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের অধিবাসীগণ এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপাসক হইয়া যাইবে এবং তাঁহার পবিত্র কালাম এবং পবিত্র রসুল করীম (সাঃ)-এর যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করিবে এবং সারা বিশ্বে সেদিন একই খোদা হইবে এবং একই রসুল হইবে। সকল উম্মত নিজেদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া এক উম্মতে মিশিয়া যাইবে এবং উৎপীড়িত মানবমণ্ডলী পুনরায় প্রেম, সৌহার্দ, শান্তি ও শান্তিপ্রিয়তার দৃশ্য অবলোকন করিবে। ইনশা আল্লাহ।

উক্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য ঐশী তদ্বীর কর্ম-তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হইয়াছে, উহার দিকে আমাদিগকে পূর্ণ মনোসংযোগ করিতে হইবে। আকাশ যে ধ্বনীকে উচ্চ করিতে চাহে, আমাদের রসনা যেন উহার

প্রকাশে মূক হইয়া না থাকে। বরং সত্যের প্রচারের কাজ যেন পূর্ণভাবে চালু থাকে। দ্বিতীয় কথা এই যে, শুধু আমাদের রসনাই ইসলামের সহি এবং সুন্দর শিক্ষার দাওয়াত দিতে থাকিবে, তাহাই নয়, বরং আমাদের আমল এবং আমাদের কীর্তির দর্পনে উহার সৌন্দর্য প্রতিফলিত হইতে হইবে। আজ দুনিয়ার জন্য সব চাইতে বড় প্রয়োজন নেক নমুনার। আমাদের জামাতের জন্য ফরয যে তাহারা এই নেক নমুনাকে পেশ করিবে। যদি আমাদের ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই বিষয়টির গুরুত্বকে সদা স্মরণে জাগরুক রাখে এবং উহার ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

আমি দোওয়া করিতেছি, আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এবং আমাদের বংশধরগণকে স্ব স্ব দায়িত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার এবং যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দিন এবং আমাদের সম্মেলন সমূহকে সকল দিক দিয়া বরকতপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ করুন। আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সালেস
২৫/১/৭৭

অনুবাদ: মোহাম্মাদ,
আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা।

মুদ্রণে: আহমদীয়া আর্ট প্রেস

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার

৫৪তম সালানা জলসা উপলক্ষে

মোহ্‌তারম আমীর সাহেবের

উদ্বোধনী ভাষণ

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহে ওবারকাতুহু।

সকল প্রশংসা এবং গৌরব আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং হাজার হাজার দরুদ খাতামান্নাবীয়ীন হযরত সারওয়ে কায়নাত এবং ফখরে মওজুদাত হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ আঃ) এর উপর।

আল্লাহতায়ালার পরম অনুগ্রহে দীর্ঘ ৬ বৎসর পরে গত ডিসেম্বর মাসে রবওয়া মোকামে আমাদের বিশ্ব সালানা জলসায় যোগদান করার সৌভাগ্য এ অধমের হয়। তদুপলক্ষে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস্ (আইঃ)-এর সহিত এই আজেযের সাক্ষাতের সময় হুজুর আকদাস এই আজেকে দু'টি আদেশ দেন।

১। ঢাকায় মসজিদ নির্মান করা এবং ২। জামাতকে সালাম জানাইয়া দোওয়া করিতে বলা, যেন হুজুর আকদাস (আইঃ) বাংলাদেশ জামাত পরিদর্শনে আসতে পারেন।

আমি এই দু'টি আদেশ আপনাদিকে জানিয়ে আমার উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করলাম। কিন্তু এই দু'টি কথা আপনাদিকে শুনিয়ে বা আপনারা এই দু'টি কথা শুনায় আমার বা আপনাদের কর্তব্য শেষ হল না। বস্তুতঃ উক্ত দু'টি আদেশের ফলে দোওয়া ব্যতিরেকে আমাদের উপর দু'টি গুরু কার্যভার ন্যাস্ত হয়েছে। একটি হল মসজিদ নির্মান কাজ এবং অপরটি হল হুজুর (আইঃ)-এর এস্তেকবালের জন্য প্রস্তুতি। দুইটিই বড় মোবারক কাজ। এর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার দরগাহে আমাদের সকলের বিশেষ দোওয়া, কুরবানী ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহে মওউদ দিবসের মোবারক মিটিং এর পর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এক সাম্প্রসারিত মজলিসে আমেলায় উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দু'টির

আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মসজিদের নীচের তলার বাকী অংশ এবং দ্বিতল নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কম পক্ষে ২॥০ লক্ষ টাকা খরচ হবে এবং হযরত আকদাস (আইঃ)-এর যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে এস্তেকবালের জন্য এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সাকুল্যে এই সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে ২॥০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার জন্য বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহকে আহ্বান জানানো হোক যেন তাদের ২৫০ জন মহিলা প্রত্যেকে এক ভরি স্বর্ণ অলঙ্কার মসজিদ নির্মানের জন্য দান করেন এবং জামাতের সকল উপার্জনশীল পুরুষ প্রত্যেকে হযরত আকদাস (আইঃ)-এর এস্তেকবালের জন্য অন্ততঃ এক মাসের অর্ধেক আয় চাঁদা দিয়ে এক লক্ষ টাকা পূরণ করে দেন। আহমদী মহিলাদের মালী কুরবানীর দ্বারা মসজিদ নির্মানের নমুনা আমাদের সম্মুখে উজ্জল হয়ে রয়েছে। ইংলণ্ড ও ডেনমার্কের মসজিদ তাঁদের কুরবানীর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যে বাংলদেশের মহিলাদের জন্যও আজ অনুরূপ সুযোগ উপস্থিত। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি শুকরগুজারী এবং আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা ঢাকা মসজিদের প্রস্তাবিত অংশের নির্মানের ব্যায়ভার স্বেচ্ছায় আনন্দচিত্তে নিজেদের উপর গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং তারা আরও বলেছেন যে, যদি পুরুষেরা অনেক বাজে খরচ বাদ দেন, তাহলে তারা তিন তলা নির্মানেরও ব্যায়ভার বহনে সক্ষম। আল্লাহ্‌তালা তাঁদের নেক এরাদা কবুল করুন এবং তাঁদিকে নেক জাযা দিন এবং তাঁদের আওলাদকে বড় বড় কুরবানী করার তৌফিক দিন। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের বাংলাদেশের আহমদী মহিলাদেরকে এই বাবরকত কাজ সুসম্পন্ন করে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় স্বর্ণচিহ্ন এঁকে রাখার তৌফিক দিন। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। এমন হতে পারে যে কোন ভগ্নির এই নেক কাজে অংশ গ্রহণ করার গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু এক ভরি স্বর্ণ দিবার সঙ্গতি নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দুই বা তিন ভগ্নি একত্রে মিলে এক ভরি স্বর্ণ বা উহার মূল্য দিতে পারেন। এ দান সাদরে দোওয়া সহকারে গৃহীত হবে।

মজলিসে আমেলায় ইহাও স্থির করা হয়েছে যে, মসজিদ নির্মানের কাজ আগামী বর্ষার পূর্বে শেষ করা হোক এবং মসজিদের দারোদ্‌ঘাটনের কাজ হুজুর আকদাস (আইঃ) এর মোবারক হস্ত দ্বারা লওয়া হউক। সুতরাং মজলিসে এমাউল্লাহ্‌র নিকট আবেদন যে, এই জলসা শেষ হওয়ার পূর্বে মসজিদ নির্মানের ফাণ্ডে কম পক্ষে পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণ দিবেন এবং ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে ২৫০ ভরি স্বর্ণ পূর্ণ করে দিবেন, যাতে জলসার অব্যবহিত পরে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র নাম নিয়ে মসজিদ নির্মানের কাজ আরম্ভ করা যায় এবং আগামী বর্ষার পূর্বে শেষ করা যায়।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার। এই মালী কুরবানীর জন্য এলান করার পূর্বেই কোন কোন ভগ্নি এই তাহ্রীক সম্বন্ধে অবগত হয়ে ইতিমধ্যেই স্ব স্ব অবদান অত্র দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যার মূল্য আন্দাজী ১৫,০০০, টাকা হইবে। যাঁরা এই তাহরীকে কুরবানী দিবেন তাঁদের প্রত্যেকের নাম হযরত আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে দোওয়ার জন্য পেশ করা হবে এবং আহমদী পত্রিকাতেও তাঁদের নাম ও দানের পরিমাণ ছাপা হবে। ইনশাআল্লাহ্!

এখন থাকল হযরত আকদাস (আইঃ)-এর এস্তেকবালের অর্থের বিষয়। এ ব্যাপারে জামাতের উপার্জনশীল ভ্রাতাগণের নিকট নিবেদন এই যে আমাদের প্রিয় ইমাম আল্লাহ্তায়ালার খলিফার এস্তেকবলের জন্য তাঁদের নিকট ধার্যকৃত চাঁদা অর্ধ মাসের আয় প্রত্যেক উপার্জনশীল ভ্রাতা আগামী জুন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় করে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি ও ফজল লাভের অধিকারী হবেন। যাঁরা এই ফাণ্ডে চাঁদা দিবেন, তাদের প্রত্যেকের নাম ও দান হযরত আকদাস (আইঃ)-এর নিকট দোওয়ার জন্য পেশ করা হবে। ইনশাআল্লাহ্!

মসজিদের নির্মানের কাজ ও হযরত আকদাস (আইঃ)-এর এস্তেকবাল যেহেতু একটি অপরটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাই উভয় কাজের তত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে।

কমিটির মেম্বারগণের নাম :—

১। ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী—চেয়ারম্যান
২। মৌলভী মোঃ খলিলুর রহমান — সেক্রেটারী
৩। ,, ভিজির আলী —— মেম্বার
৪। ,, আলী কাশেম খান চৌধুরী — ,,
৫। ,, শহীদুর রহমান — ,,
৬। ,, মকবুল আহমদ খান — ,,
৭। ,, বি, এম, এ, সত্তার, চট্টগ্রাম — ,,
৮। ,, আব্দুস সত্তার — ঢাকা — ,,
৯। ,, তবারক আলী — ,,
১০। ,, শামসুর রহমান, বার-এট-ল — ,,
১১। ,, আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মরুব্বী ,,
১২। ,, নূরুদ্দীন আহমদ, ঢাকা — ,,

সকল ভ্রাতা ভগ্নির নিকট আবেদন, হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস্ (আইঃ) এর পয়গামের আলোতে ও অনুসরণে আপনারা আপনাদের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পূর্ণভাবে ও দ্রুত পালনে ও পুরণে সচেষ্ট হবেন এবং সদা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে দোওয়ায় রত থাকবেন, যাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব সুষ্টুভাবে ও যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে পালনে সক্ষম হই। আমীন।

মসজিদ সম্পর্কে বন্ধুগণকে অবগত করা প্রয়োজন যে আল্লাহ্তায়ালার ফজলে এই মসজিদের যে বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল, তাতে সাত তলা বিল্ডিং তুলা যাবে। সুতরাং মসজিদের দ্বিতল নির্মিত হলেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। আল্লাহ্তায়ালার ফযলে অনেক ভ্রাতা এই মসজিদ নির্মানের নেক কাজে অংশ গ্রহন করতে এরাদা রাখেন এবং কোন কোন ভ্রাতা আমার নিকট সেরূপ ইচ্ছা এবং টাকার অংকের ওয়াদাও করেছেন। অতএব মসজিদের দ্বিতল নির্মানের কাজ শেষ হলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা ত্রিতল নির্মানের কাজে হাত দিব। আল্লাহ্তায়ালার যে সব দোস্ত মসজিদ নির্মানে অর্থ কুরবানী করতে চান, তাঁরাও মসজিদ ফণ্ডে টাকা দিতে ও দিবার প্রস্তুতি গ্রহন করতে পারেন। আল্লাহ্তায়ালার বর্ধনশীল জামাতের অত্রস্থ কেন্দ্রিয় মসজিদ ও অফিসাদির প্রসারের জরুরত অত্যন্ত বেশী। সুতরাং এক কাজের পর আর এক বৃহত্তর ও উন্নতর কাজের জন্য দোওয়া, কুরবানী, প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা সদা আমাদের সহায় হউন ও আমাদিকে কামিয়াব করুন ও তাঁহার রহমত ও ফযলের অধিকারী করুন। আমীন!

আরও এক দায়িত্ব আমাদের মাথার উপর দোদুল্যমান রয়েছে। সেই দায়িত্ব হল পবিত্র কুরআনের বাংলা ভাষায় তরজমা। এর জন্যও যথেষ্ট শ্রম অর্থ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন কুরআনেই তোমাদের জীবন রয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয় আমরা গত বৎসর জলসায় সুরা ফাতেহার যে তফসীর ২২৫০ কপি ছাপিয়েছিলাম। তার থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ১০০০ কপি বিক্রি হয়েছে। খরিদারের মধ্যে জামাতের বাহিরের অনেক লোক আছেন। বন্ধুগণ সারা কুরআন ছাপাবার জন্য দাবী করে থাকেন। কিন্তু সে দাবীর পেছনে জামাতগতভাবে ছাপানো কুরআনের খরিদের আগ্রহের গভীরতা কতখানি আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এবং কর্তব্যনির্ধারন করবেন। আশা করি বন্ধুগণ অবিলম্বে সুরা ফাতেহার বাকী কপিগুলি খরিদ করে নেবেন এবং পরবর্তি অংশ ছাপাবার পথ করে দেবেন। পবিত্র-কুরআনের মাধ্যমেই জগতের উদ্ধার ও মানবতার প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব-শান্তি নিহিত। সুতরাং আপনারা এই আবে হায়তের প্রতি ধাবমান হন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের ও এই আজেয়ের উপর তাঁর অশেষ ফযল, বরকত ও রহমত নাযেল করুন। আমীন।

ওয়াস্সালাম, খাকসার—

মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪, বকসী বাজার রোড, ঢাকা ১

তাং ৪/৩/৭৭

১৫ই মার্চ—১৯৭৭ ইং

বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার
৫৪ তম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত

বিগত ৪, ৫ ও ৬ই মার্চ তারিখ সমূহে বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৫৪তম সালানা জলসা অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

৪ঠা মার্চ শুক্রবারে বাদ নামাজে জুমা' জলসার অধিবেশন শুরু হয়। জুমার নামাজের খোৎবায় জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নসিহত সমুহের আলোকে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জামাতের আমীর মোকার্‌রম মোহতারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব (সাল্লামাহু)।

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উপলক্ষে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

২রা মার্চ বুধবার হইতেই দেশের বিভিন্ন এলাকার জামাত সমূহের মুখলেসীন মুমেনীন ঢাকা দারুত তবলীগে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকেন। পরদিন ৩রা মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব বিশেষ সান ও শওকতের সঙ্গে 'পবিত্র সিরাতুন্নবী দিবস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতারম আমীর সাহেব। হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র সিরাতের উপর আলোচনা করেন জনাব মওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী এবং 'মোকামে মোহাম্মদীয়াত' সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান। সভাপতির ভাষণে মোহতারম আমীর সাহেব রূহানীয়ত উদ্দীপক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) এর জীবনীর বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়া নিজেদের জীবনে সীরাতে রসুলের অনুসরণ ও অনুশীলন করার উপের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

শুক্রবার বাদ জুমা' জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২ টা ৩০ মিনিটে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বুজর্গ জনাব মৌলবী বদরুদ্দীন আহমদ সাহেব এ্যাডভোকেট। অধিবেশনের সূচনাতে কুরআন করীম হইতে সুরা বুরুজ তেলাওত করেন জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী এবং নযম পাঠ করে শোনান জনাব মৌলানা সমিুল্লাহ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম।

অতঃপর সৈয়দেনা আমিরুল মুমেনীন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম পাঠ করিয়া শোনান বাংলাদেশ জামাতের আমীর, মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব (সাল্লামাহু)। হুজুর (আইঃ)-এর জলসা উপলক্ষে প্রেরিত এই মহ্‌মূল্য পবিত্র পয়গামের বাংলা তরজমা পাঠ করিয়া শোনান বি, মোহাম্মদ অব্দুস সাত্তার সাহেব কায়েদ চিটাগাং জামাত। লিফলেট আকারে ছাপান হুজুরের পয়গামের এই বাংলা তরজমা সভায় উপস্থিত শত শত মুমেনীনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই পবিত্র পয়গামে হুজুর (আইঃ) বলেন :

"দোওয়া এবং প্রচেষ্টা ইহাই হওয়া উচিত যে, যে মহান উদ্দেশ্যাবলীর জন্য এই জলসার অনুষ্ঠান, উহা যেন পূর্ণ হয়। এই উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে বালক যুবক এবং বয়স্ক-গণের তালীম ও তরবীয়ত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা ঘোষণা হইল প্রধান।" হুজুর (আইঃ) বলেন :

"ইমাম মাহদীর জন্য যে সকল যমীনি ও আসমানি লক্ষণাবলী প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, সে সকলই পূর্ণ হইয়াছে এবং আগমনকারী আসিয়া গিয়াছেন।" হুজুর আরও বলেন : "বর্তমানে ইসলামের প্রাধান্যের জন্য বড় বড় কোরবানী পেশ করিতে হইবে।" (হুজুরের সম্পূর্ণ পয়গামটি অত্র সংখ্যায় ছাপা হইল—পাঠ করুন) হুজুর (আইঃ)-এর এই রূহানী পয়গাম পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণে মহতারম আমীর সাহেব বলেন যে

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে দীর্ঘদিন পর ডিসেম্বর মাসে রবওয়ায় আমাদের বিশ্ব সালানা জলসার সময় এক সাক্ষাৎকারে হুজুর আকদাস (আইঃ) এই আজেযকে দুইটি আদেশ দান করেন। এক, ঢাকায় মসজিদ নির্মান করা; দুই, জামাতকে সালাম জানাইয়া দোওয়া করিতে বলা, যেন হুজুর আকদাস (আইঃ) বাংলাদেশ জামাত পরিদর্শনে আসিতে পারেন। হযরত আমীর সাহেব বলেন যে, উক্ত আদেশ দুইটির ফলে দোয়া করা ছাড়াও আমাদের স্কন্ধে দুই গুরু দায়িত্ব ন্যাস্ত হইয়াছে। এক তো মসজিদ নির্মান; অপরটি হুজুর (আইঃ)-এর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। দুইটি কাজই বড় মোবারক, এবং এজন্য দোওয়া, কোরবানী ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। ... . (সম্পূর্ণ উদ্বোধনী ভাষণ এই সংখ্যায় ছাপানো হইল—পাঠ করুন)।

উদ্বোধনী ভাষণ দানের পর হযরত আমীর সাহেব এজতেমায়ী দোয়া করেন। দোওয়ার পর সমাগত কয়েক সহস্র মুমীন-মুমনাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া ভাষণ দান করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মোহতারম মৌলবী ভিজির আলী সাহেব।

অতঃপর এই প্রথম অধিবেশনের প্রথম নির্ধারিত বিষয় 'সীরাতে হযরত খাতামান্নবীয়ীন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ) সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন মোকামী আমীর মোহতারম মৌঃ মকবুল আহমদ খান সাহেব। এই অধিবেশনে আরও তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়। বিষয়গুলি ছিল :

(১) চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর গুরুত্ব ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব

(২) আহমদীয়া জামাতের আকায়েদ

(৩) জামাতে আহমদীয়া ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার

এই বক্তৃতাগুলি করেন যথাক্রমে—জনাব মৌলানা আহাদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী, জনাব মৌলানা মুতিবুল্লাহ সাহেব সদর মুরুব্বী ও জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব নায়েব সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

এই প্রথম অধিবেশন সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত খোদাতায়ালার ফজলে রূহানী পরিবেশে সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়। (অসম্পূর্ণ —আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

—আহমদী রিপোর্ট

"যুক্তি ও ওহী"

[রবওয়া সালানা জলসায় প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ]

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

কুরআন করীম তেলাওৎ এবং নযম পাঠের পর হযরত আমিরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস তাঁহার সমাপ্তি ভাষণ দানের জন্য মাইক্রোফোনের সামনে আগাইয়া আসেন। গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া সমবেত জনতাসমুদ্র ধ্বনিয়া উঠে না'রায়ে তকবীর : আল্লাহো আকবর—আল্লাহো আকবর, কোরআন করীম জিন্দাবাদ, দ্বীন-ই-ইসলাম জিন্দাবাদ, হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা খা'তামাল আম্বিয়া জিন্দাবাদ। অতঃপর হযরত আকদাস আপনার স্বভাবসুলভ প্রশান্ত গম্ভীর আওয়াজে তাশাহুদ, তায়াউজ ও ফাতেহা পাঠের পর তাঁহার ভাষণ শুরু করেন। তাঁহার এই ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল "যুক্তি ও ওহী" (Reason and Revelation)। হুজুর আকদাস এই বিষয়ের উপরে দেড়ঘন্টা কাল ব্যাপী প্রজ্ঞা প্রদীপ্ত ভাষণ দান করেন। তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এই ভাষণের প্রতিটি আওয়াজ প্রতিটি কথা ছিল ঐশী আলোকে উজ্জল ও অবিসংবাদিত। হুজুর (আইঃ) বলেন : পবিত্র কোরআন হইল ওহী বা ঐশী বাণী। তিনি প্রমাণ করেন যে, কোরআন করীমের সহায়তা ছাড়া মানবীয় যুক্তি বা জ্ঞান না কোনো আধ্যাত্মিক সত্যলাভে সমর্থ হয়, না মানবজাতির জন্য কোনো কল্যাণকর নীতি-বিধান দান করিতে সক্ষম হয়। তিনি বহুবিধ দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করেন যে, কেবলমাত্র মনবীয় বুদ্ধি-জ্ঞানের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ জাতীয় সিদ্ধান্তের উপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকে কিছুতেই নির্ভর করা যায় না।

অতীত ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে উহাকে সেই সময়ের প্রামাণ্য ইতিহাসের আলোকে যাচাই করিতে হইবে ; অন্যথায় উহা বানোয়াট বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। তেমনিভাবে, কোনো ফর্মুলাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে উহাকে ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করিয়া উহার যথার্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কেও ঐ একই সত্য প্রযোজ্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো সোপারেশ ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার কার্যকারীতা মানবীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা সপ্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে একই বিষয়ের উপরে বিশেষজ্ঞদের পরস্পর বিরোধী মতামত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানব বুদ্ধি কখনই সম্পূর্ণ নহে। দৃষ্টান্তস্থলে, বৃদ্ধবয়সে ক্যালশিয়াম ব্যবহারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা ইহার ব্যবহারের বিরোধিতা করেন ; পক্ষান্তরে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ইহার ব্যবহারের পক্ষে গুরুত্বদান করেন। এমন এক সময় ছিল, যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান এই মত পোষণ করিত যে, স্তন্যদান মাতা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষেই হানিকর ; কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিমত সম্পূর্ণরূপে পাল্টাইয়া গিয়াছে।

অনুরূপভাবে, মানুষের কর্মক্ষেত্রের সামাজিক পরিমণ্ডলে কেবলমাত্র মানবীয় বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক আইনকানুন, মানব-অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে টিকিতে পারে নাই। বরং ইহাতে সামাজিক ব্যাধিসমূহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মদের ব্যবহার এবং অবাধ যৌন সম্পর্কের অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারগুলি পাশ্চাত্য সমাজে জাহান্নামের সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ জানোয়ারের মত ব্যবহার করিতেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, নিরেট যুক্তি গ্রীক দার্শনিকদেরকে মূর্তিপূজার নোংরামী হইতে বাঁচাইতে পারে নাই। শুধু যুক্তির দ্বারা তাহারা কখনই খোদাতায়ালার সত্য গুণাবলীর সন্ধান লাভে সমর্থ হয় নাই।

তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক সত্য অনুধাবনে মানবীয় বুদ্ধির সংগে ঐশী ইলহামের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তিনি বলেন যে, কোরআন করীম হইতেছে সেই ঐশীবাণী যাহার মধ্যে যাবতীয় আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সন্নিবেশিত রহিয়াছে, এবং যাহা মানবজাতির সহিত তাহার স্রষ্টার সম্পর্ক স্থাপন করে। ইহার নৈতিক বিধানসমূহ এই পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে সত্যিকারের সুখী কল্যাণময় জীবনযাপনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করে। তিনি বলেন, কোরআন করীমের সৌন্দর্যরাজি অনন্য; সারা পৃথিবী সমবেতভাবে প্রচেষ্টা চালাইলেও ইহার সমকক্ষ কিছু প্রণয়ন করিতে পারিবে না। এই ব্যাপারে কোরআন করীম চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করিয়াছে। ইহার মোকাবেলা কেহ করিতে পারে নাই। এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রহিয়াছে। পারিলে এখনও এই মোকাবেলায় সারা দুনিয়া আগাইয়া আসুক। কিন্তু কেহই উহা করিতে পারিবে না, কেননা ইহা সেই খোদার কালাম, যিনি সর্বজ্ঞ এবং কোন ভাবেই মানবীয় জ্ঞান যাহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) কোরআন করীমকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবার জন্য জামাতের প্রতি নির্দেশ দান করেন। তিনি জামাতকে উপদেশ দান করেন যে, জামাত যেন কোরআন করীমের উপরে গবেষণা করে এবং ইহাকে জীবনের চলাপথে পথ নির্দেশক হিসাবে মান্য করে। তিনি বলেন, সমগ্র মানব জাতির নিকট কোরআন করীমের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়া জামাতের পবিত্র দায়িত্ব। ইহাতে অকৃতকার্য হইলে তাহারা সর্বত্রই অকৃতকার্য হইবে। তিনি জামাতের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করিয়া তোলেন এবং তাহাদের সকল জান-মাল ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়া কোরআন করীমের খেদমতে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে খোদাতায়ালার প্রতি আত্মনিবেদিতচিত্তে হুজুর (আইঃ) জামাতকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মানবজাতিকে তাহার স্রষ্টার সমীপে ফিরাইয়া নেওয়া আপনাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে বর্তমান যামানায় আহমদীদের স্কন্ধে। সুতরাং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমানের দরবারে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদেরকে সেই কর্তব্য পালনের ক্ষমতা দান করেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ আঃ)-এর অনুকরণে নিজেদের জীবন গড়ে তুলুন, এবং প্রার্থনা করুন যেন আমাদের দ্বারাই পৃথিবীতে ইসলাম পুনরায় আধিপত্য বিস্তার করে, এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর যামানায় ইহার বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা যেন পূর্ণ হয়। আল্লাহুম্মা আমীন। (আহ্মদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন)

অনুবাদঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

সংবাদ

কাদিয়ানে নব নিযুক্ত আমীর ও নাজের আ'লা

হযরত মৌলানা আব্দুর রহমান সাহেব, নাজেরে আ'লা ও আমীর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, কাদিয়ানের এন্তেকালের পর হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আ:ই)-এর অনুমোদনক্রমে হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের নাজেরে আ'লা এবং আমীর নিযুক্ত হইয়াছেন। হযরত সাহেবজাদা সাহেব বাংলাদেশ জামাতের মোহতারম আমীর সাহেবের নিকট একটি পত্রের মাধ্যমে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সালাম জানাইয়া দোওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা সর্বোতঃভাবে তাঁহার হাফেজ ও নাসের হউন এবং তাঁহার নুতন দায়িত্বাবলী সম্পাদনে সহায়ক হউন ও তাঁহাকে পূর্ণ সাফল্য দান করুন। আমিন।

মোসলেহ মওউদ দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা : ২০শে ফেব্রুয়ারী, ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত মুসলেহ্ মওউদ দিবস উদ্‌যাপন করে। বিকাল ৪ ঘটিকা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদের আঞ্জুমানে আমদীয়ার সভাপতিত্বে মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ:) কর্তৃক ঘোষনা কৃত ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী, উহার পটভূমিকা, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাজি:)-এর পবিত্র জীবনে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সকল অংশের সার্বিক পূর্ণতা এবং হযরত মোসলেহ মওউদ (রা:)-এর আদর্শ ও মহান কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোকপাত করিয়া ভাষণ দান করেন মোকর্রম জনাব মকবুল আহদ খান সাহেব, আমীর ঢাকা জামাত, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নায়েব সদর বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব এবং মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, ঢাকা। সর্বশেষে মোহ্তারম মৌ: মোহাম্মদ সাহেব আমীর বা: আ: আ: সমাপ্তি ভাষণে আলোচ্য বিষয়ের উপর সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করিয়া হযরত মুসলেহ মওউদ (আ:)-এর অনুসৃত আদর্শ ও নেজাম অনুসরণে ইসলামের পুন:রুজ্জীবন ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের কঠোর পরিশ্রম ও কুরবানী এবং দায়িত্ব পালনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সভা চলাকালে এক পর্যায়ে বহুল সংখ্যায় সমাগত খোদ্দাম, আনসার, আতফাল ও লাজনা ও নাসেরাতকে চা-মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া : ২০শে ফেব্রুয়ারী, স্থানীয় মসজিদ মোবারকে বিকাল ৪ ঘটিকায় জনাব ওলিউর রহমান মোল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদটিকে রকমারী কাগজে সুসজ্জিত করা হয়। সভায় ২০০ জনেরও উপরে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনার সদস্যগণের উপস্থিতিতে মুসলেহ মওউদ দিবসের তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নিয়া বিশদভাবে আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেব, প্রেসিডেন্ট স্থানীয় জামাত, আকবর খান সাহেব, কায়েদে জিলা ও স্থানিয় মজলিস খোঃ আঃ, মোশাররফ হোসেন সাহেব, প্রাক্তন কায়েদ এবং মোঃ শামসুজ্জামান সাহেব. স্থানীয় মোয়াল্লেম। সর্বশেষে এজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, উক্ত জামাতের উদ্যোগে স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে মুকাররাম জনাব চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেবের সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন দিক লইয়া তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব আবদুল বাতেন, আহমদ তবশির চৌধুরী, আমীর হুসেন সাহেব, মুকররম মোঃ মোহাম্মদ বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব প্রেসিডেন্ট স্থানীয় জামাত এবং আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও এজতেমায়ী দোওয়ার পর চা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

তেমনিভাবে চট্টগ্রাম জামাতেও উক্ত দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদ খনন স্বেচ্ছা-প্রকল্পে

ময়মনসিংহ জামাত আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দের অংশ গ্রহণ

ময়মনসিংহ : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ময়মনসিংহ (শহর) জামাত আহমদীয়ার মোট ১২জন সদস্য (আনসার ও খোদ্দাম) সরকার কর্তৃক পরিচালিত ব্রহ্মপুত্র নদ খনন সেচ্ছা-প্রকল্পে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেবের নেতৃত্বে তাঁহারা ৮টা ৩০ মিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২টা ১৬ মিঃ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করেন এবং কার্য চলাকালে স্বেচ্ছা প্রকল্পের পরিচালকবৃন্দের পক্ষ হইতে কতক্ষণ পর পর মাইকে এলান হইতে থাকে যে, 'আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্যরা কাজ করিতেছেন।' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার।

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়্যেদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুব্ ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের ভ্রূকুটি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভূ ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমুহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar